বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লাইফ শাইন স্কুল
LIFE SHINE SCHOOL

স্থাপিত ঃ ২০০৮ খ্রিঃ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন সড়ক, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

ছবি

Application Form for Admission Test of Class.....

ভর্তি ফরম

ছাত্র/ছাত্রীর নাম

বাংলা ঃ.....

ইংরেজি ঃ.....

জন্ম তারিখ ঃ..... রক্তের গ্রুপ ঃ.....

পিতার নাম

বাংলা ঃ.....

ইংরেজি ঃ.....

পেশা ঃ.....

.....

মাতার নাম

বাংলা ঃ.....

ইংরেজি ঃ.....

পেশা ঃ.....

.....

- পিতা/মাতার অবর্তমানে অভিভাবক ঃ.....
- ভর্তি ঃ আবাসিক / অনাবাসিক / ডে-কেয়ার
- বর্তমান ঠিকানা ঃ বাড়ি/বাসা.....গ্রাম.....
  পোস্ট.....উপজেলা.....জেলা.....
- স্থায়ী ঠিকানা ঃ বাড়ি/বাসা.....গ্রাম.....
  পোস্ট.....উপজেলা.....জেলা.....
- জাতীয়তা ঃ.....
- ধর্ম ঃ.....
- মোবাইল নম্বর ঃ.....সম্পর্ক ঃ.....
- পূর্বে অধ্যয়নরত বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা ঃ.....
- স্কুল গাড়িতে উঠার স্থান ঃ.....

অত্র বিদ্যালয়ে আমার প্রতিপাল্য সকল নিয়ম কানুন মেনে চলবে, এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি বাধ্য থাকব।

ছাত্র/ছাত্রীর নাম

অভিভাবকের স্বাক্ষর

ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাকে .....শ্রেণিতে ভর্তি করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হল।

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

লাইফ শাইন স্কুল
LIFE SHINE SCHOOL

ছবি

প্রবেশ পত্র

নাম ঃ.....

শ্রেণি ঃ.....

রোল ঃ.....পরীক্ষার তারিখ ঃ.....

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

লাইফ শাইন স্কুল

নিয়মাবলী এবং শর্তাবলী**

ছাত্রদের করণীয়.....

১। সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া কাজ আরম্ভ করিবে।

২। মাতা-পিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বড়দের শ্রদ্ধা করিবে।

৩। স্বদেশকে ভালোবাসিবে এবং স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে ও নিজেকে গড়িয়া তুলিবে।

৪। গুরুজনকে সম্মান প্রদর্শন করিবে।

৫। সদা সত্য কথা বলিবে গুরুতর অপরাধ করিলেও মিথ্যা বলিবে না।

৬। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিবে, পাপ হতে দূরে থাকিবে।

৭। সদা সৎ চিন্তা করিবে।

৮। সকল বিষয়ে লোভ সংবরণ করিয়া চলিবে।

৯। অল্প নিদ্রা ও স্বল্প আহারে তুষ্ট থাকিবার অভ্যাস করিবে।

১০। অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হইবে, আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হইয়া কাজ করিবে ও সফলতার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করিবে ।

১১। নিয়মিত কাজ আরম্ভ হওয়ার ১০/১৫ মিনিট পূর্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবে। ইহার আগে বা পরে আদৌ আসিবে না।

১২। ছুটির ঘণ্টা বাজিবার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ হৈ হুল্লোড় না করিয়া ধীরে ও শান্তভাবে বিদ্যালয়ের অঙ্গণ ত্যাগ করিবে। অযথা বিদ্যালয়ের বারান্দায় ও অঙ্গনে ঘোরা ফেরা করিবে না।

১৩। বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পোষাক (ব্যাজসহ) পরিয়া বিদ্যালয়ে আসিবে।

১৪। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পাক পবিত্র থাকিবে। শরীর ও পোষাক পবিত্র রাখিবার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিবে। নখ কাটিয়া রাখিবে ছেলেরা মাথার চুল কাটিবে এবং মেয়েরা মাথার চুল কাটিবে না।

১৫। সমাবেশে শৃঙ্খলার সহিত যোগদান করিবে এবং পবিত্র কোরআন ও জাতীয় সংগীত পাঠে অংশ গ্রহণ করিবে। সমাবেশে কথা বলিবে না।

১৬। নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসিবে, কখনো বিদ্যালয় হইতে পালিয়ে যাইবে না।

১৭। শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া শ্রেণি শিক্ষকের ও মনিটরের আদেশ মানিয়া চলিবে।

১৮। প্রত্যেক পিরিয়ড শেষে শিক্ষক পরিবর্তনের সময় আসন ছাড়িয়া বাহিরে যাইবে না।

১৯। প্রত্যেকের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবে। অগ্রজদের সম্মান করিবে এবং অনুজদের স্নেহ করিবে। সকলকে ভাল কাজে উৎসাহিত করিবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিবে।

২০। কখনো অগ্রজদের সহিত বেয়াদবি করিবে না অনুজদের প্রতি কটু ব্যবহার করিবে না।

২১। প্রতিদিনের পাঠ শিখিয়া বিদ্যালয়ে আসিবে। কোনক্রমেই বাড়ির কাজ বিদ্যালয়ে করিতে পারিবে না।

২২। বিদ্যালয়ের অঙ্গন ও নিজেদের শ্রেণি কক্ষ নিজেরাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

২৩। প্রত্যেক পিরিয়ডের পড়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য খাতা কলম ও বই নিয়া বিদ্যালয়ে আসিবে।

২৪। পরীক্ষার সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে আনিবে। পরীক্ষার কক্ষে কোন অবস্থাতেই অন্যের কাছে কিছু চাওয়া যাইবে না।

২৫ । প্রথম সেমিস্টার, দ্বিতীয় সেমিস্টার ও তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষার খাতা হাতে পাওয়ার ৩ দিনের মধ্যে অভিভাবককে দেখাইয়া তাঁহার স্বাক্ষর নিয়া বিষয় শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট জমা দিবে।

২৬। মানোন্নয়ন বিবরণী পত্র হাতে পাওয়ার ৩ দিনের মধ্যে অভিভাবকের স্বাক্ষর নিয়া শ্রেণী শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হইবে।

২৭। নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসিবে। অসুস্থতার কারণে ৭ দিনের বেশী অনুপস্থিত থাকিলে মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ দরখাস্ত করিবে।

২৮। অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোন কারণে বিদ্যালয়ে আসার পর ছুটি দেওয়া হইবে না। জরুরী কারণে এই রূপ ছুটির প্রয়োজন হইলে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকার সুপারিশে প্রধান শিক্ষক থেকে ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

২৯। মাসের বেতন মাসে পরিশোধ করিবে। বিলম্বে বেতন দেওয়ার জন্য জরিমানা মাফ করা হইবে না।

৩০। প্রতিটি বিষয়/পত্রে সর্বোচ্চ ১০টি ক্লাস নেওয়ার পর একটি শ্রেণি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সব কয়টি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক পত্রের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ডিমাই সাইজের বাঁধাই করা পৃথক পৃথক খাতা ব্যবহার করিতে হইবে এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে।

>>>>>>>>>সম্মানিত অভিভাবকগণের প্রতি<<<<<<<<<<

১। ছাত্র-ছাত্রীদের ডায়েরীর সাধারণ পরিচিতিতে অভিভাবকের নাম, পেশা, ঠিকানা ও নমুনা স্বাক্ষর থাকিবে। প্রতি পরীক্ষার পর ডায়েরী নিরীক্ষা শেষে অভিভাবক দেখিবেন এবং স্বাক্ষর করিবেন।

২। উক্ত ডায়েরীতে ছাত্র-ছাত্রীর যাবতীয় বিষয়ে অভিভাবককে অবগত করানোর মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত বলিয়া অভিভাবক প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট পাতাটি অবশ্যই দেখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং ছেলে-মেয়ের পাঠোন্নতি, আচার-আচরণ, উপস্থিতি, ধর্মানুরাগ এবং শ্রেণিতে প্রাপ্ত বিষয় ভিত্তিক নম্বরের জন্য মন্তব্য করিবেন।

৩। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি কার্যদিবসের ৮০% এর কম হইলে এবং বাৎসরিক ফলাফলে প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে ৪০% নম্বর না পাইলে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং একই শ্রেণিতে দুই বৎসর অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীকে ছাড়পত্রের মাধ্যমে বিদায় করা হইবে।

৪। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে, ধর্মানুরাগ সৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসরণের সৃষ্টিতে তাগিদ দেওয়ার জন্য অভিভাবককে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।

৫। ছাত্র-ছাত্রীর ডায়েরী হারিয়ে গেলে অভিভাবক কর্তৃক ডায়েরী হারানোর যুক্তিসঙ্গত কারণ সম্বলিত আবেদনপত্রসহ ১০০ টাকা জমা দিয়া আরেকটি ডায়েরী সংগ্রহ করিতে হইবে।

৬। শ্রেণি পরীক্ষার খাতা সমূহ অভিভাবক দেখিবেন এবং বিষয়/শ্রেণি শিক্ষকের সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭। ১ম ও ২য় সেমিস্টার পরীক্ষার উত্তর পত্র অভিভাবকের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হবে। অভিভাবক উহা দেখিয়া নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর দিয়া ৩ দিনের মধ্যে বিদ্যালয়ে ফেরত পাঠাবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ৩য় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফলের তারিখে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোন্নতি বিতরণপত্র অভিভাবকের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হইবে। অভিভাবক উহা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের (৩ দিনের মধ্যে পুনরায় শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। বিলম্বে জমা দিলে ১০ (দশ) টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

৮। অভিভাবক সম্মেলনে অভিভাবকদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

৯। বাড়ি থেকে টিফিন ও খাবারের পানি আনিতে হইবে।

১০। ৩য় সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল পাঠোন্নতির বিবরণী পত্রের (মূল্যায়ন পত্র) মাধ্যমে অভিভাবককে জানানো হইবে। অভিভাবক উহা অবশ্যই দেখিবেন এবং ছেলে-মেয়েদের ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া স্বাক্ষর করিয়া (৩দিনের মধ্যে) শ্রেণি শিক্ষকের নিকট পাঠোন্নতির বিবরণী পত্র বা মূল্যায়ন পত্র ফেরত দিবেন। বিদ্যালয় হইতে আর কোন ভাবে ফলাফল জানার ব্যবস্থা নাই। ৩য় সেমিস্টারের উত্তরপত্র অভিভাবককে দেখানো হয় না তবে যে কোন বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করিলে ১০০/- টাকা জমা দিয়ে দরখাস্ত করিলে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করা হইবে। সাংবাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী হাজিরা খাতায় নাম না উঠাইলে তাহাকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং তার শূন্য আসনে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইবে।

১১। বেতন প্রতি মাসের (১-১৫) তারিখের মধ্যে বিনা জরিমানায় এবং ২০ তারিখের পরে ১০ টাকা জরিমানাসহ গ্রহণ করা হইবে। মাসের বেতন মাসে না দিলে ভর্তি বাতিল হইবে। যথাযথ কারণ দর্শানোর মাধ্যমে পুনঃভর্তি করা যাইবে। পুনঃভর্তি ফিস কোনক্রমেই মাফ করা হইবে না।

১২। বিনা কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিলে ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতিদিন অনুপস্থিতির জন্য ১০/- টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

১৩। অসুস্থতার কারণে ৭ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকিলে দরখাস্তের সাথে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে হইবে। পূর্বে অবহিত বা অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী ১ মাস অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে বিনা নোটিশে ছাড়পত্র দিয়া বিদায় করা হইবে।

১৪। বিদ্যালয়ে আসিবার পর অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোন কারণে কোনক্রমেই ছুটি দেওয়া হইবে না। এরূপ ছুটির

প্রয়োজন হইলে অভিভাবক স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত দিতে হইবে।

১৫। ডায়েরীতে শিক্ষক/অভিভাবক ছাড়া অন্য কাহারো কোন মন্তব্য লিখা নিষিদ্ধ।

১৬। প্রমোশনের ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রমোশনের জন্য কোন প্রকার সুপারিশ চলিবেনা।